এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা // সংখ্যা ১৩২ : জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ // রেজি নং-২৪-৮৭

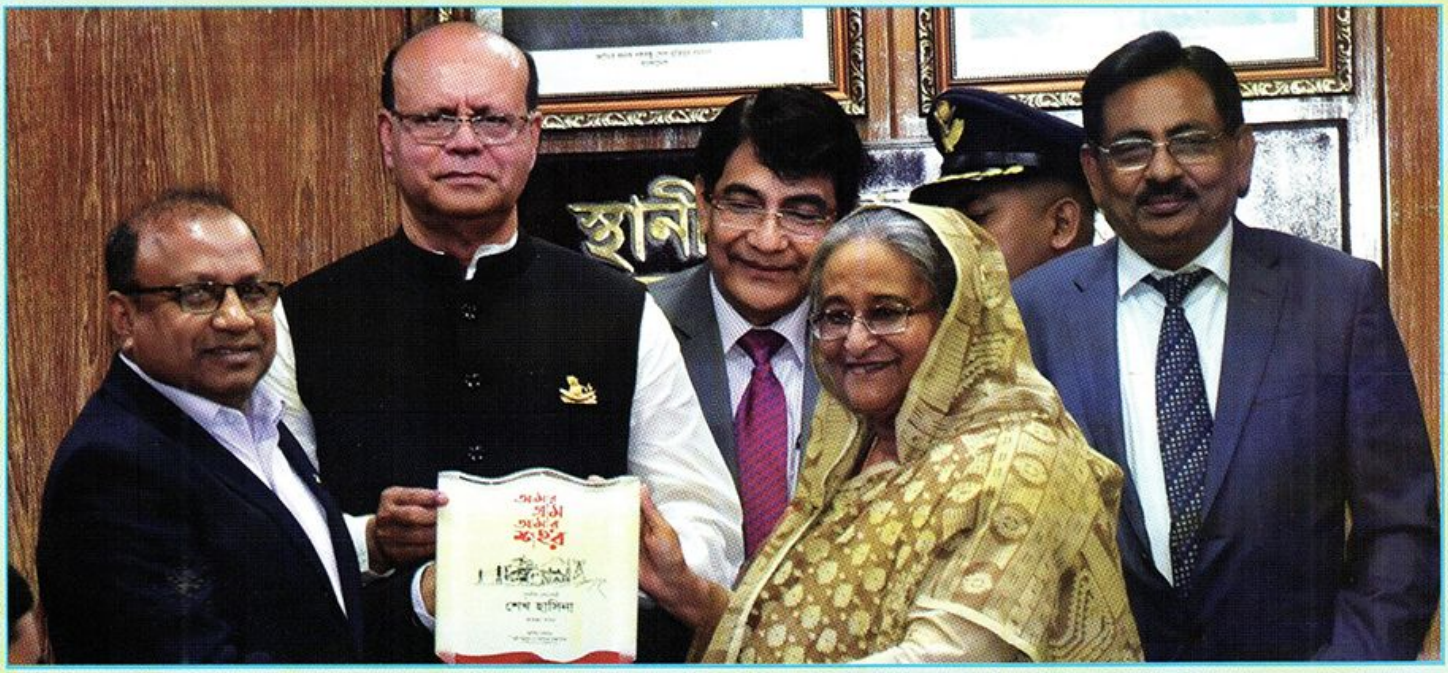

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দেন

উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান তৈরির নির্দেশ দিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

কৃষিজমি রক্ষা ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উপজেলাগুলোর জন্য মাস্টারপ্ল্যান তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে তিনি এ নির্দেশনা দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, উপজেলাগুলোতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং পরিকল্পিতভাবে সড়ক নির্মাণ ও চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। যত্রতত্র বাড়িঘর নির্মাণের ফলে চাষযোগ্য জমি নষ্ট হচ্ছে উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে দেখার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, মাস্টারপ্ল্যানে আবাসন, হাসপাতাল, মার্কেট, স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠ, কৃষি খামার, শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। যথাযথভাবে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হলে জনগণ তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করবে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে এবং সরকারি অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে, স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণে পৃথকভাবে প্রতিটি জেলা ও উপজেলার জন্য বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাগিদ দেন। এ বাজেট পরিকল্পনায় প্রতিটি উপজেলার আকার, জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিক সম্ভাবনা বিবেচনায় রাখতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা, যাতে তারা নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারে ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া উন্নয়ন টেকসই হবে না মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের তৃণমূলভিত্তিক পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। স্থানীয় জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং তাদের জীবনমান উন্নত করতে পারলে আস্তে আস্তে দেশ উন্নত হবে। দেশের উন্নয়নে এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, করার মত অনেকগুলো কাজ রয়ে গেছে যা আমাদের করতে হবে। এই মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সেই সঙ্গে রাস্তাঘাট উন্নত করা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাজেটের সবচেয়ে বড় অংশই এই মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ দেওয়া হয়। তিনি বলেন, তাঁর সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য খাত উন্নয়নে সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চাষযোগ্য সব জমি চাষের আওতায় আনতে এবং পল্লির মানুষের আয় বাড়াতে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন। তিনি সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদের পল্লি এবং তৃণমূলের মানুষের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু প্রতিটি গ্রামকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন; যেখানে সুন্দর বাসস্থান, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, ফসলের মাঠ এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধা থাকবে। বাংলাদেশ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবে বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি, সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুকসহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত: নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

এলজিইডি প্রতিবারের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষ সমতায় নতুন বিশ্ব গড়ো'। প্রতিপাদ্যে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের সকলকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। যুগ যুগ ধরে বিশ্বব্যাপী নারীরা নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার। নারীর অগ্রগতির পথে রয়েছে অনেক প্রতিবন্ধকতা। আনন্দের বিষয় হলো নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। নারী-পুরুষ সমতার ক্ষেত্রে গত এক দশকে বাংলাদেশের উনিশ ধাপ অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্বের ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম। আর দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে শীর্ষে। বাংলাদেশের এ অর্জন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার নারীর ক্ষমতায়নে সমন্বিত ও উদ্ভাবনী কৌশল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি নারীর ক্ষমতায়নে বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গ্রামীণ দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি ১৯৮৫ সালে ফরিদপুরে পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের সঙ্গে নারীদের সম্পৃক্ত করে। এ উদ্যোগ ছিল নারী উন্নয়নে এলজিইডির প্রথম পদক্ষেপ। এরপর ধাপে ধাপে শহর ও গ্রামের দুস্থ নারীদের কাজের সুযোগ ও পরিধি বাড়ানো হয়। পরবর্তীতে এলজিইডি নারীর সক্ষমতা ও অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিকাশের দিকে নজর দেয় এবং তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলে।

এলজিইডি পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লি ও শহর অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করছে। নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি এসব নারীরা চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দল (এলসিএস)-এর সদস্য হিসেবে সঞ্চয় গঠন ও বর্ধিত পরিসরে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছেন। নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, নেতৃত্ব বিকাশ, নারী অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ প্রসারিত করে নারীর ক্ষমতায়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। নারীরা পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) তে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন বলে তাদের নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী বিকশিত হচ্ছে। নারীরা গ্রামীণ হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, নারী কেন্দ্রীক সংগঠন পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছেন। গ্রামীণ হাট-বাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার নারীর সম্পদে মালিকানা সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারে এবং সমাজে আজ তাঁদের নতুন পরিচয় তৈরি হচ্ছে, বাড়ছে মর্যাদা।

অসহায় ও দুস্থ নারীরা আজ শৃংখল ভেঙে অদম্য গতিতে বেরিয়ে আসছেন। এলজিইডির সহায়তা ও নিজেদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ মিলিয়ে তাঁরা তৈরি করছেন সাফল্যগাঁথা। এলজিইডির বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়া নারীদের সাফল্যগাঁথা প্রচার ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী নারীদের সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে অন্য নারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এ যাবৎ ৯৮ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এসব গুণী, সৃজনশীল ও উদ্যমী নারীদের সাফল্যের স্বীকৃতি দিতে পেরে এলজিইডি গর্বিত।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপির রোগমুক্তি কামনায় এলজিইডিতে দোয়া অনুষ্ঠিত

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি এর দ্রুত রোগমুক্তি কামনায় গত ৮ মার্চ ২০১৯ শুক্রবার বাদ জুমা এলজিইডি সদর দপ্তরের জামে মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীসহ এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।

মানসম্মত ভবন নির্মাণ জরুরি

০৩ পৃষ্ঠার পর

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ৯০ এর দশকের পর থেকে এলজিইডি চাহিদাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করছে। তিনি উল্লেখ করেন, দেশে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৫,৩৬৫টি। এ পর্যন্ত এলজিইডি মাধ্যমে নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৩৮০০০টি।

আলোচনা সভায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান আলাদা আলাদা দুটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন।

সভায় এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে প্রতিমন্ত্রী এলজিইডির আইসিটি ইউনিটের জিআইএস সেকশন, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) ও ডিজাইন ইউনিট পরিদর্শন করেন।

এলজিইডি দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে

- গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম এমপি

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম এমপি এলজিইডির জিআইএস কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার করেছে। দেশে বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শনকালে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম এমপি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি এলজিইডির প্রকৌশলীদের উদ্দেশ্যে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশকে আরও উন্নত করতে হবে। আপনাদের কর্মদক্ষতায় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। দেশব্যাপী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সময় তিনি এলজিইডির সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মরহুম কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এর অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি শেরেবাংলা নগরে এলজিইডির প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দের আশ্বাস দেন এবং প্রস্তাবিত তিনটি প্লট পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে মাননীয় মন্ত্রী এলজিইডি চত্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও মোনাজাতে অংশ নেন। এরপর তিনি আলোচনা সভায় যোগ দেন। সভায় প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০২১ এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য ২০৪১ বাস্তবায়নে এলজিইডির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধান প্রকৌশলী শেরেবাংলা নগরে এলজিইডির কার্যালয় সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তাবিত তিনটি প্লট মাননীয় মন্ত্রী সরেজমিন পরিদর্শন করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সভায় এলজিইডির সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রমের ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করা হয়। একইসঙ্গে, এলজিইডির ওপর নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র দেখানো হয়।

সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মানসম্মত ভবন নির্মাণ জরুরি

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে মানসম্মত বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ অতি জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ মন্তব্য করেন। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, মানসম্মত শিক্ষার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলো নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, বিদ্যালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনগণের দানে বা বিনা পয়সায় যেসব জমি পাওয়া যায় তা ভরাট করে বিদ্যালয় নির্মাণের উপযোগী করতে অনেক খরচ পড়ে যায়। এমনকি এসব জায়গার সঙ্গে ভালো সড়ক যোগাযোগও থাকে না। তিনি আরও বলেন, পিটিআই নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও স্থান নির্বাচনের কাজ আগেই সম্পন্ন করতে হবে, অন্যথায় নির্মাণ কাজ শেষ করতে অনেক সময় লেগে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ এফ এম মনজুর কাদির বলেন, এলজিইডির কাজের তুলনায় লোকবল কম। প্রয়োজনে লোকবল বাড়িয়ে মনিটরিং জোরদার করে মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করতে হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সঙ্গে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জি, এম হাসিবুল আলম বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানসম্মত নির্মাণ কাজ নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয় এবং এলজিইডির কর্মকর্তাদের যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা-০২

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ মেয়াদে একনেকে এলজিইডির দুটি প্রকল্প অনুমোদিত

একনেক সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ মেয়াদে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ২৬৪৫.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর দুটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক চেয়ারপারসন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৭ ফেব্রুয়ারি ও ৫ মার্চ ২০১৯ সভায় প্রকল্প দুটি অনুমোদন দেওয়া হয়। এগুলো হলো- সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর ওপর সেতু নির্মাণ এবং উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্প দুটির প্রধান লক্ষ্য- সেতু নির্মাণের মাধ্যমে নবগঠিত অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামসমূহের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা। একইসঙ্গে, প্রকল্প দুটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগে এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর এটি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রথম বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা। তিনি নির্দেশনা দিয়ে বলেন, চলমান অর্থবছরে আমরা যেসকল কর্মসূচি হাতে নিয়েছি তা সময়মত বাস্তবায়ন করতে হবে। কাজের গুণগত মান সমুন্নত রাখতে হবে।

মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, এডিপি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন

তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন তা বাস্তবায়নে আমাদের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। তিনি পূর্ববর্তী বছরে এডিপি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের যে সাফল্য তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

এলজিআরডি ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি বলেন, দেশব্যাপী শক্তিশালী যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে এ শক্তিশালী পল্লি অবকাঠামোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গতিশীলতা যেহেতু আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর এর প্রভাব পড়ছে; সুতরাং আমাদের টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুক বলেন, চলমান অর্থবছরের কাজগুলো সুচারুভাবে সম্পন্ন হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

সভায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডির ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক পর্যালোচনা সভা

দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে। দক্ষ জনবল, সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা, উন্নয়ন কাজের গুণগত মান বজায় রেখে পেশাগত উৎকর্ষের সঙ্গে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে এলজিইডির অনুকূলে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ বাড়ছে। একইসঙ্গে, উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বও বাড়ছে। এলজিইডি নিয়মিত প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে থাকে। এর অংশ হিসেবে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, উন্নয়ন কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এলজিইডি দেশব্যাপী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সভায় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান, খন্দকার আলীনূর, এ. কে আজাদ ও মোঃ আব্দুর রশীদ খান বক্তৃতা করেন। সভায় এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডির ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বিশ্বব্যাংক মিশন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

আরটিআইপি-২: বিশ্বব্যাংক মিশন

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এলজিইডি বাস্তবায়িত সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর ওপর গত ৯ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিশ্বব্যাংকের ইমপ্লিমেনটেশন সাপোর্ট মিশন পরিচালিত হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট এ মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের টাস্কটিম লিডার রিচার্ড মার্টিন হামফ্রে। মিশনের উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

মিশন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চলমান কন্ট্রাক্টগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ করে। পাশাপাশি মিশন প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সকল চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য বিশ্বব্যাংকের কাছে পাঠানোর সুপারিশ করে। এ সময় মিশন চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় আরটিআইপি-২ এর আওতায় প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করে।

মিশন প্রতিনিধি দল এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সঙ্গে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আরটিআইপি-২ এর অতিরিক্ত অর্থায়ন বিষয়ে আলোচনায় মিলিত হয়।

অবসরে গেলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ফারুক আহমেদ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ফারুক আহমেদ গত ১ জানুয়ারি ২০১৯ অবসরে যান। তিনি ১৯৮৪ সালে নভেম্বর মাসে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এ সংস্থায় যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফারুক আহমেদ প্রকল্প পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ২০১৮ সালের জুলাই মাসে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ফারুক আহমেদ ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে তৎকালীন চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইপিএমএস এর ওপর প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণের উদ্বোধনীপর্বে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ

ইলেক্ট্রনিক প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম (ইপিএমএস) এর ওপর প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

এলজিইডির সকল প্রকল্পের স্কিমসমূহের চুক্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তথ্য ও মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম (ইপিএমএস) সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর আওতায় এ সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সফটওয়্যার বিষয়ে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২১ মার্চ ২০১৯ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনীপর্বে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ বলেন, এলজিইডি বর্তমানে ১৪৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য যথাসময়ে মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিকে জানানো বেশ কঠিন কাজ। তিনি বলেন, ইপিএমএস সফটওয়্যারের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত হলে কাজগুলো সহজ হবে। তিনি উল্লেখ করেন, এ সফটওয়্যারে প্রকল্প পরিবীক্ষণ কৌশল অভিন্ন। ফলে সকল প্রকল্পে একই ধরণের ফরম ব্যবহার করে ডাটা এন্ট্রি করা যাবে। এতে তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা সুরক্ষিত হবে। প্রকল্প মনিটরিং ইউনিটের কাজও সহজ হবে। সদর দপ্তরের পাশাপাশি অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যারা ডাটা এন্ট্রির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এলজিইডির সদর দপ্তরের ২০ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে

- এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা দিচ্ছেন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে গত ২৪ মার্চ ২০১৯ এলজিইডি শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। দশ জন সফল নারীকে সম্মাননা প্রদান করেন এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল 'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষ সমতায় নতুন বিশ্ব গড়ো'। নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনতে এলজিইডি গত শতকের ৯০-এর দশক থেকে কাজ করে আসছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি বলেন, উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। যেসব দেশ আজ উন্নত হয়েছে সেখানে নারীরা এগিয়ে এসেছে। নারীর উন্নয়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশে নারী উন্নয়নে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। তিনি আরও বলেন, সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন করছে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য এলজিইডির ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুক সভায় নারী উন্নয়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডি কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা দিয়ে আসছে এলজিইডি যাতে অন্য নারীরাও আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ হন। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলজিইডির জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মোসলে উদ্দিন। আর বক্তব্য রাখেন এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সদস্য সচিব সৈয়দা আসমা খাতুন। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিসহ এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরামর্শকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন, পল্লি উন্নয়ন সেক্টর- রাহেলা বেগম, মোছাঃ ফরিদা ও স্মৃতি কণা মন্ডল; নগর উন্নয়ন সেক্টর- শিউলী রানী দে, জমিলা বেগম ও লিলি আক্তার; পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর- মোছাঃ মরতুজা বেগম, ইতি সুলতানা এবং নুরজাহান বিবি ও মায়া রানী বিশ্বাস।

সাফল্যের সারথি: শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল ১০ নারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

এলজিইডির পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেক নারী, পৌঁছে গেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী নারীদের সম্মাননা দিয়ে আসছে এলজিইডি ২০১০ সাল থেকে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ৮৮ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। এ বছর তিন সেক্টরে ১০ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

রাহেলা বেগম: এক পরিবর্তনের প্রতিভূ

দারিদ্র্যকে পরাজিত করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সাফল্যে রাহেলা বেগম আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকার করেন। রাহেলা বেগম মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। জীবনযুদ্ধে এক সফল নারী। আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁর জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। দারিদ্র্যকে পরাজিত করতে নিজেই সংসারের হাল ধরেন। এলজিইডির কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিসিআরআইপি) প্রকল্পের আওতায় বাজার নির্মাণে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর পরিবর্তন সূচিত হয়। নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ রাহেলা বেগমকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। মজুরি আর নির্মাণ কাজের লভ্যাংশ বিনিয়োগ করে তিনি গড়ে তোলেন একটি মুদি দোকান। ধীরে ধীরে ব্যবসার প্রসার ঘটান, হয়ে ওঠেন স্বাবলম্বী।

এরপর পৃষ্ঠা-০৭

উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের

০৬ পৃষ্ঠার পর

মোছাঃ ফরিদা: অপরাজেয় নারীর প্রতীক

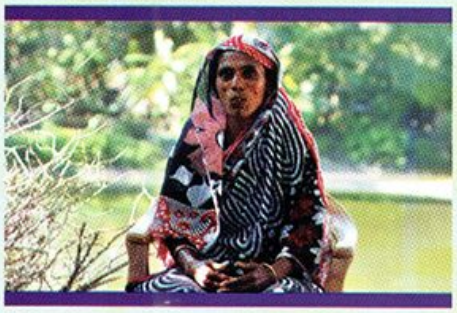

স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য মোছাঃ ফরিদা আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। মোছাঃ ফরিদা নাটোর সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের ইসলাবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় ফরিদার বিয়ে হয়ে যায়। তিন সন্তানের পরিবারে ছিল সীমাহীন অভাব। অভাব থেকে মুক্তি পেতে তিনি চল্লিশ দিনের এক কর্মসূচিতে কাজ শুরু করেন। কিন্তু স্বামী এ কাজে বাধা দিলে তিনি সন্তানদের নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে এলজিইডির আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ শ্রমিকের কাজ পাওয়ার মধ্য দিয়ে খুলে যায় নতুন দিগন্ত। শ্রমিক হিসেবে পাওয়া মজুরি, ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তাঁকে আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তোলে। দিনে দিনে আয় বাড়তে থাকে। হয়ে ওঠেন আত্মনির্ভরশীল। মোছাঃ ফরিদা আজ অপরাজেয় নারীর প্রতীক।

স্মৃতি কণা মন্ডল: এক জয়িতা স্মারক

জীবন সংগ্রামে অনন্য সাফল্যের জন্য স্মৃতি কণা মন্ডল আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। স্মৃতি কণা মন্ডলের বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার শুয়াগ্রামে। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের স্বপ্নের পথে দারিদ্র্য হয়ে দাঁড়ায় মূল বাধা। তিনি অদম্য। লড়াই না করে হারতে চান না। অনেক সংগ্রাম শেষে এলজিইডির কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের (সিসিআরআইপি) আওতায় শুয়াগ্রাম বাজারে নির্মিত নারী বিপণি কেন্দ্রের একটি দোকান বরাদ্দ পান। শুরু হয় স্বপ্নের পথচলা। বিপণিকেন্দ্রে গড়ে তোলেন বিউটি পার্লার, কসমেটিক সামগ্রী, শাড়ি ও থান কাপড়ের ব্যবসা। এ উদ্যোগ স্মৃতি কণা মন্ডলকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। আজ তিনি এক জয়িতা স্মারক।

নগর উন্নয়ন সেক্টর

শিউলী রানী দে: আত্মপ্রত্যয়ী এক সফল নারী

জীবন সংগ্রামে বিজয়ী শিউলী রানী দে আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বেনাপোল পৌরসভার বাসিন্দা শিউলী রানী দে। জীবন সংগ্রামে বিজয়ী এক নারী। একদিন যাঁর স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিলো নেশাগ্রস্ত স্বামীর নির্মম নিষ্ঠুরতায়। একমাত্র শিশু সন্তানকে ছেড়ে স্বামী গৃহত্যাগী হন। কিন্তু হারার আগেই হেরে যাননি তিনি। তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর সহায়তায় পৌরসভা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলেন নিজেকে। আজ তিনি দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বকে জয় করেছেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আত্মপ্রত্যয়ী এক সফল নারী হিসেবে। তাঁর এ সফলতার অভিযাত্রায় এলজিইডির অবদান তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।

জমিলা বেগম: এক সাহসী নারীর প্রতিচ্ছবি

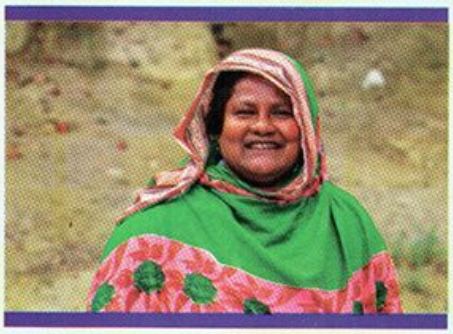

দারিদ্র্যকে পরাজিত করে অর্জিত সফলতার জন্য আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে জমিলা বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। জমিলা বেগমের বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয় থাকলে সব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। এ প্রত্যয় থেকেই তিনি লড়াই করেছেন সামাজিক প্রথা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেও তিনি দমে যাননি। দারিদ্র্যকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন জীবন যুদ্ধে। আজ তিনি অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের প্রেরণার উৎস। জমিলা বেগম তাঁর এই দুঃসময়ে এলজিইডির নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (নবীদেপ) প্রকল্পের সহায়তা পেয়েছেন। এলজিইডির প্রতি তাঁর অশেষ কৃতজ্ঞতা।

লিলি আক্তার: আত্মনির্ভরশীল নারীর উজ্জ্বল প্রতীক

এলজিইডির নগর উন্নয়ন সেক্টরে আত্মনির্ভরশীলতার সংগ্রামে অনন্য সাফল্যের জন্য আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে লিলি আক্তার তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ফরিদপুর পৌরসভার বাসিন্দা লিলি আক্তার। পদ্মার করাল গ্রাস কেড়ে নেয় সর্বস্ব। নিজভূমে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। আশ্রয় নেন ফরিদপুর পৌরসভার এক বস্তিতে।

ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে ফরিদপুর পৌরসভা থেকে প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও অবকাঠামো সহায়তা নিয়ে গড়ে তোলেন স্যানিটারি ন্যাপকিন কারখানা। সাফল্য এসে ধরা দেয় হাতের মুঠোয়। ইউজিআইআইপি-৩ এর মাধ্যমে পৌরসভার এসব সহায়তা তাঁর জীবন বদলে দেয়। এ দিন বদলের অগ্রযাত্রায় এলজিইডিকে পাশে পেয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। অবহেলিত নারীদের ভাগ্য বদলে ভূমিকা রাখছেন লিলি আক্তার। পিছিয়ে পড়া নারীদের কাছে হয়ে উঠেছেন এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

এরপর পৃষ্ঠা-০৮

উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের

০৭ পৃষ্ঠার পর

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

মোছাঃ মরতুজা বেগম: অবহেলিত নারীদের শেরপা

জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে পেছনে ফেলে অসামান্য সাফল্যের জন্য এলজিইডির পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে মরতুজা বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেন। হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার হাসামপুর গ্রামের নিঃস্ব থেকে নবজীবন ধারার দিশারী মোছাঃ মরতুজা বেগম যার সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন নতুন দিনের প্রত্যাশায়, সেই স্বামী একদিন দুই কন্যা সন্তানসহ তাঁকে ফেলে চলে যান দূরে। তাঁর সুখের স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। জীবন বাস্তবতার কঠিন আঘাতে জর্জরিত মরতুজা বেগম পড়ে যান অকূল পাথারে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে আজ তিনি ঘুড়ে দাঁড়িয়েছেন অদম্য সাহস আর মনোবল নিয়ে। আর এতে তিনি পাশে পেয়েছেন এলজিইডির হাওর অঞ্চলে অবকাঠামো ও জীবন মান উন্নয়ন (হিলিপ) প্রকল্পকে। তাই তিনি এলজিইডির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ইতি সুলতানা: অগ্রগামী নারীর অনন্য প্রতীক

নিজ পায়ে দাঁড়ানোর সাফল্যের জন্য আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে ইতি সুলতানা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইতি সুলতানার স্বপ্ন ভেঙে যায় যখন তাঁকে নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় স্বামীর গৃহে আসতে হয়। এরপর তাঁর সংসার বৃদ্ধি পায় তিন সন্তানের আগমণে। দারিদ্র্য গ্রাস করে পরিবারকে। নিজের লেখাপড়া শেষ করতে না পারার বেদনা নিয়ে যখন সন্তানদের দিকে তাকান, তাঁর হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। এমনই এক দুঃসময়ে তিনি সুযোগ পান এলজিইডির বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলায় নির্মিত বানেশ্বরদী উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার। শুরু হয় তাঁর দিন বদলের গল্প। আজ তিনি আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন। তিনি স্মরণ করেন এলজিইডিকে কৃতজ্ঞচিত্তে।

নূরজাহান বিবি: আলোর দিশারী

আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সাফল্যের জন্য আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে নূরজাহান বিবি যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। গরিব মা-বাবার সংসার ছেড়ে মাত্র ১৫ বছর বয়সে নূরজাহান বিবি আসেন স্বামীগৃহে।

ফটো গ্যালারি

যাঁর নামের অর্থ পৃথিবীর আলো, তাঁরই ঘরে ছিল চির অন্ধকার। সেই অন্ধকার ভেদ করে আজ ফুটেছে স্নিগ্ধ আলো। নূরজাহান বিবি ঘুরিয়ে দিয়েছেন জীবনের চাকা। আজ তিনি স্বাবলম্বী হয়েছেন এলজিইডির দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার বানিয়াল-ইলামদই উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে। কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন অন্যান্য দুস্থ নারীদের জন্য। তাঁর এ অভাবনীয় সাফল্যে এলজিইডির প্রতি তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

মায়া রানী বিশ্বাস:আত্মনির্ভতার সাফল্যে ভাস্বর

দারিদ্র্যকে জয় করায় আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে মায়া রানী বিশ্বাস যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তার এ সাফল্য এসেছে এলজিইডির বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা-১) এর আওতায় ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায় বাস্তবায়িত নাকাকান্দা বাটিকুঁড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য পদ অর্জনের মধ্য দিয়ে। মায়া রানী চরম দারিদ্র্যের মধ্যে যে বিশ্বাস বুকে নিয়ে শুরু করেছিলেন নতুন পথচলা, আজ তা সাফল্যের মুখ দেখেছে।

একদিন খেয়ে না খেয়ে সন্তানদের উপোষ রেখে কেটেছে তাঁর দিন-রাত, আজ তাঁর কুঁড়ে ঘরের পাশেই তৈরি হয়েছে একটি নতুন চকচকে টিনের ঘর। পাকা বাড়ির দেয়াল উঁকি দিয়েছে আকাশপানে। দুই সন্তান শিক্ষিত হচ্ছে। ঘরে এসেছে আধুনিক প্রযুক্তির সামগ্রী। যে দারিদ্র্য একদিন তাঁর পরিবারকে ভূলুণ্ঠিত করেছিলো, তাকে তিনি পরাজিত করেছেন। আজ তিনি আত্মনির্ভরশীলতার সাফল্যে ভাস্বর।

নারী শ্রমিকের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ

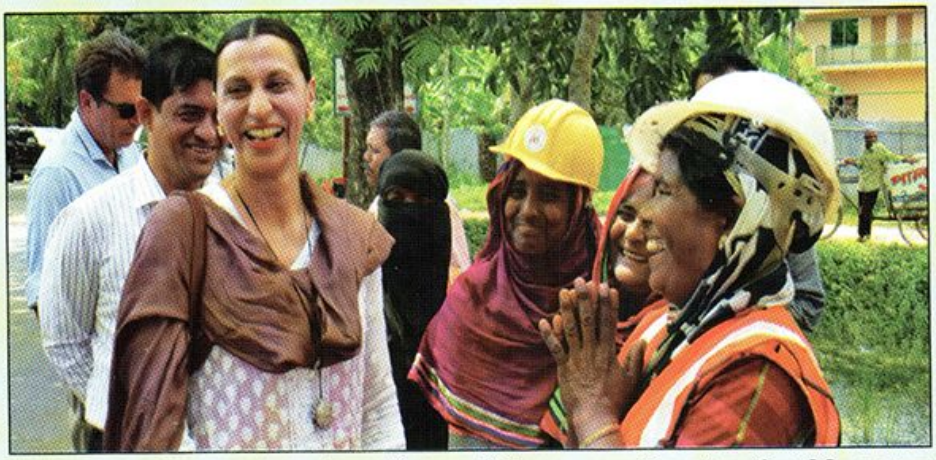

বিশ্বব্যাংকের প্রাকটিস ম্যানেজার ফর ট্রান্সপোর্ট এন্ড আইসিটি গ্লোবাল প্রাকটিস সাউথ এশিয়া রিজিওন কারলা গঞ্জালেজ কারভাজাল কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুরক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ পরিদর্শন করছেন

"আঁই যে য়েত্যে নোয়া রাস্তা বানাই নইলে রাস্তা ঠিক ঠাহর হাম গরি এ্যাত্তো আঁর নিরাফত্তার লাই হেলমেট, বুট, এ্যান হওর চোওর ফরি। খারণ আইয়েদে হন হারনে গার হতি অইলে আইতো হাম গরিত ন পাইযজুম। আরতোন বালা তাহন ফরিব, কাম গরন ফরিব।" কথাগুলো বলছিলেন জমিলা বেগম, যার অর্থ- 'আমি যখন সড়ক নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করি তখন নিরাপত্তার জন্য হেলমেট, বুট এবং পোশাক পরি। কারণ, কোনো কারণে শরীরের ক্ষতি হলে আমি তো কাজ করতে পারবো না। আমাকে ভালো থাকতে হবে, কাজ করতে হবে। তিনি কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় এলজিইডির সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে নিয়োজিত নারী নির্মাণ শ্রমিক। তিনি আরও জানান, নারী শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য ঠিকাদার শেড তৈরি করে দিয়েছে যেখানে টয়লেট ও খাবার পানির ব্যবস্থাও রয়েছে। অধিকতর শোভন কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে অবকাঠামো নির্মাণ কাজে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত প্রতিপালনীয় নীতিমালা অনুসরণ করছে। পাশাপাশি উন্নয়ন সংযোগীদের যেসব নীতিনির্দেশনা রয়েছে সেগুলোও এলজিইডি অনুসরণ করে থাকে।

এ প্রসঙ্গে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, এলজিইডি সবসময় নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা ও স্বার্থের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এলজিইডি মনে করে হাজার হাজার শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির ভিত রচিত হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কেবল আইনগত বাধ্যবাধকতা নয় নৈতিক দায়িত্বও বটে। উল্লেখ্য, নারী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

নারী নির্মাণ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এলজিইডি নির্মাণস্থলে লেবার শেড, সুপেয় পানির ব্যবস্থা এবং নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেট সুবিধা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, থাকার জায়গায় পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার জন্য ফাস্টএইড বক্স, শিশুদের জন্য ব্রেস্টফিডিং কেন্দ্র এবং নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য পোশাক, জুতা, হেলমেট ও হ্যান্ডগ্লোভ ব্যবস্থা করে আসছে।

টাঙ্গাইলের সখিপুর উপজেলায় এলজিইডির আরটিআইপি-২ প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হক ইন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মোঃ গোলাম কিবরিয়া বাদল বলেন, এলজিইডির সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের কর্মঅভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। নারী নির্মাণ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষার ব্যাপারে এলজিইডি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে। এ বিষয়ে নিয়মিত দিকনির্দেশনা পেয়ে আসছি এবং তা অনুসরণ করছি।

মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সম্পৃক্ত কুন্তি রবি দাস (৪৫) জানান, আমি নিরাপদে সড়কে কাজ করি। কাজ করতে গিয়ে যেন শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হই এজন্য ঠিকাদার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করেছে। প্রথম প্রথম জুতা ও হেলমেট ব্যবহার করতে সমস্যা হতো। এখন আর সমস্যা হয় না। এলজিইডি নারী শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের ক্ষমতায়নে কাজ করছে।

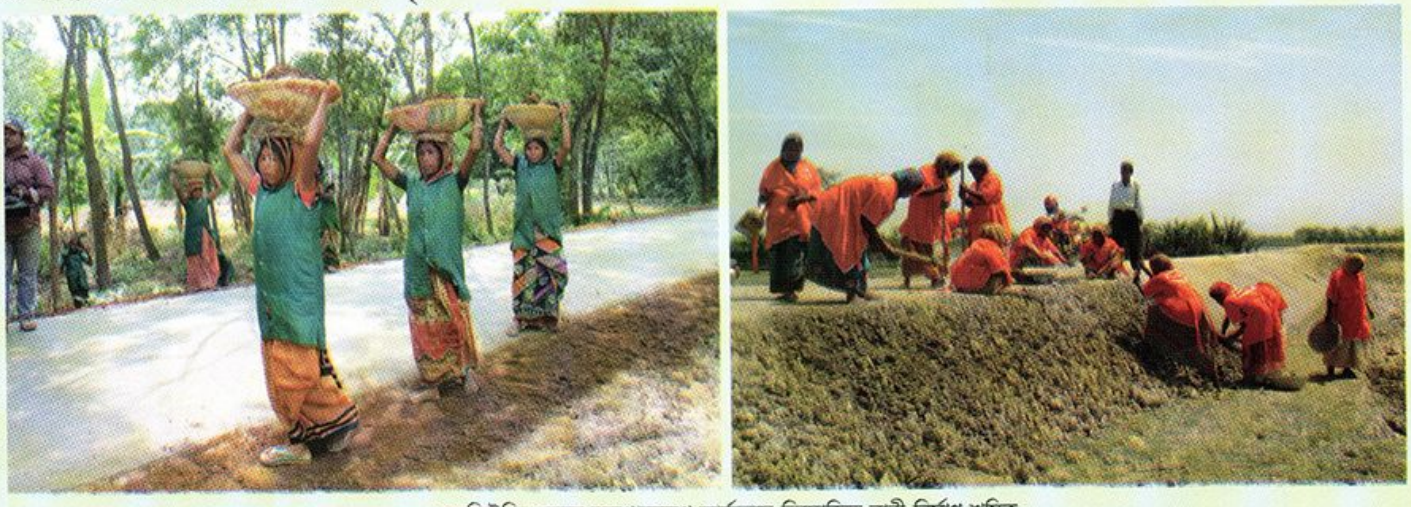

এলজিইডির সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে নিয়োজিত নারী নির্মাণ শ্রমিক

জলাভূমিতে মাছ ধরার অধিকার ফিরে পেল মৎস্যজীবীরা

মাছ হাতে ভবানীপুরের মৎস্যজীবী

প্রতিনিয়ত নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছেন ভবানীপুরবাসী। ভবানীপুর হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার সুবিদপুর ইউনিয়নের একটি ছোট্ট মৎস্যজীবী পল্লি। এ গ্রামের মানুষের প্রধান পেশা মাছ শিকার। ভবানীপুর গ্রাম সংলগ্ন ৫২.৬৪ একর বিস্তীর্ণ প্লাবন ভূমির মধ্যে প্রায় ৩০ একরে মাছ উৎপাদন হয়।

একসময় এ প্লাবন ভূমিতে গ্রামবাসী বোরো মৌসুমে ধান চাষ ও বর্ষা মৌসুমে অবাধে মাছ ধরতো। গত আট বছর জেলেরা এ প্লাবন ভূমিতে জাল-নৌকা দিয়ে মাছ ধরতে পারেননি। ভূমির ৪৭ জন মালিকের মধ্যে একজন প্রভাব খাটিয়ে প্রতিবছর নিজ উদ্যোগে মাছ চাষ শুরু করে। ফলে জেলেরা মাছ ধরার অধিকার হারায়। এমনকি প্লাবন ভূমির তিন একর খাস কাইক্কা বিলেও জেলেরা মাছ ধরতে পারতেন না। মাছ ধরার অধিকার হারিয়ে জেলেদের পেশা ও জীবনজীবিকা হুমকির মুখে পড়ে। পরিবারে নেমে আসে চরম অভাব ও অনিশ্চয়তা।

২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (এইচএফএমএলআইপি) এর কর্মীরা গ্রাম জরিপকালে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারেন। গ্রামবাসী তাদের জমিতে মাছ ধরার অধিকার ফিরে পেতে সহযোগিতা চান।

এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মৎস্য উন্নয়ন উপাঙ্গের আওতায় প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষে ব্যাপক সাফল্য অর্জনকারী দাউদকান্দি মডেলের আলোকে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জমির মালিক, মৎস্যজীবী ও দরিদ্র ৪৪ জন গ্রামবাসীকে নিয়ে গঠন করা হয় ভবানীপুর প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষী দল। এ দলের সদস্যদের মধ্যে ৩২ জন পুরুষ ও ১২ জন নারী। দলের সদস্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে আট লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা এবং প্রকল্প থেকে তিন বছর মেয়াদী সুদবিহীন দশ লক্ষ টাকার ঋণ মিলিয়ে মোট আঠার লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকার তহবিল গঠন করা হয়। এলজিইডি ও প্রকল্পের পরামর্শক এবং জেলা ও উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর এর নিয়মিত কারিগরি সহায়তায় প্লাবন ভূমিতে আবারো জেলেরা মাছ চাষ শুরু করেন। ফিরে পান মাছ ধরার অধিকার।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মে মাসে ভবানীপুর প্লাবন ভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির (বিগহেড, কাতলা, রুই, কার্পিও, মৃগেল, সরপুটি) মোট ২,৮৮৮ কেজি পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়। শুধু বর্ষা মৌসুমে ৬ মাস লালন করে ৮,২৮৮ কেজি মাছ উৎপাদন হয়েছে। আগামী বছরগুলোতে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করছেন মৎস্যজীবীরা।

এ এলাকায় প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ এটিই প্রথম। দলের নিয়মিত সভার মাধ্যমে মৎস্য চাষ বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানকল্পে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। মৎস্যজীবী দলের সদস্যরা ভবিষ্যতে গ্রামে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় এ সংগঠন থেকে আর্থিক সহায়তা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রকল্পের সহায়তায় প্লাবন ভূমিতে মাছ ধরার অধিকার ফিরে পেয়ে জেলেদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইছে।

শোক বার্তা

মোঃ রবিউল ইসলাম

এলজিইডির নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত গার্ড মোঃ রবিউল ইসলাম গত ১২ জানুয়ারি ২০১৯ মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পরদিন ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ রোববার বিকাল ৩:০০টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৫ বছর। তিনি স্ত্রীসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মোঃ ইউনুস আলী

এলজিইডির উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ (এলবিসি) প্রকল্পে প্রেষণে কর্মরত অফিস সহায়ক মোঃ ইউনুস আলী গত ২২ জানুয়ারি ২০১৯ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার মকুমা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ৪ সন্তানসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মোঃ মাহবুব হোসেন (ফারুক)

এলজিইডির সদর দপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিটে কর্মরত অফিস সহায়ক মোঃ মাহবুব হোসেন (ফারুক) গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ রাত ৩.০০ টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার সুতী গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যাসহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

তাঁদের মৃত্যুতে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ গভীর শোক প্রকাশ করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে

- এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন করছেন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত দশ বছরে দেশব্যাপী বহু উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন। বিদ্যুতায়ন, সুপেয় পানি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। সারা দেশে এগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ গোপালগঞ্জ সফরের সময় নড়াইলের কালনা ফেরিঘাটে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় এসব কথা বলেন।

এরপর মাননীয় মন্ত্রী গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিস্থলে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও মাজার জিয়ারত করেন। এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সে রাখা পরিদর্শন বই এ স্বাক্ষর করেন। মাননীয় মন্ত্রী টুঙ্গিপাড়া উপজেলাধীন টুঙ্গিপাড়া লঞ্চঘাটে বাঘিয়ার নদীর পাড়ে বোট ল্যান্ডিং র‍্যাম্প নির্মাণ, খাল পুনর্খনন, বৃক্ষরোপণ, জাতির পিতার সমাধি কমপ্লেক্সের এক নম্বর গেটের সামনে ১২২ একর জমি অধিগ্রহণের স্থান, মধুমতি নদীর পাটগাতি লঞ্চঘাটে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল বোট ল্যান্ডিং র‍্যাম্প নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় নির্মাণাধীন বাস টার্মিনাল, তিনটি সেতু, টুঙ্গিপাড়া বাজার এরিয়া ও বাজার সংলগ্ন মসজিদ ঘুরে দেখেন। টুঙ্গিপাড়া থেকে কোটালীপাড়া যাওয়ার পথে সোনাখালী বিল, গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকাও পরিদর্শন করেন। বিকেলে মাননীয় মন্ত্রী কোটালীপাড়া বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) হোস্টেল ও একাডেমিক ভবন পরিদর্শন করেন এবং ক্যাম্পাসে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তিনি বাপার্ড আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সেলাইমেশিন বিতরণ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৭ মার্চ ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে এলজিইডির জামে মসজিদে দোয়া মাহফিল ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার পরিবারের সকল সদস্যের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। এ সময় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

২৬ মার্চ ২০১৯ মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সকাল ৮টায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবার সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতে কণ্ঠ মেলান। একই সঙ্গে সারা দেশে একযোগে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এর অংশ হিসেবে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সমবেত কণ্ঠে সংস্থার সদর দপ্তরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

উন্নত বাংলাদেশ গড়া এ সরকারের লক্ষ্য

- এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

এলজিইডিতে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে অভাবনীয় উন্নয়ন হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি। তিনি বলেন, আমরা দেশ থেকে দারিদ্র্য ও দুর্নীতি দূর করাকে চ্যালেঞ্জ এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়াকে অঙ্গীকার হিসেবে নিয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়া। এলজিইডি সদর দপ্তরে গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত এলজিইডির দাপ্তরিক ও উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর পর্যালোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপিকে এলজিইডি সদর দপ্তরে স্বাগত জানান এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ। উল্লেখ্য, মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর এটি ছিল এলজিইডিতে তাঁর প্রথম সফর।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। তিনি অন্যায় ও দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতাকে হত্যার পর বাংলাদেশের উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য একটি রূপকল্প প্রণয়ন করেন। তিনি বলেন, গ্রামে নগরের নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি শহরমুখী জনস্রোত কমাতে গ্রামে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। গ্রামীণ জনপদে শহরের সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন বলেন, নগরবাসীর উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করতে তাঁর প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, সময়ের পরিক্রমায় মহানগর বদলে যাবে। নতুন প্রজন্ম একটি আধুনিক ঢাকা পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মেয়র মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য এলজিইডিকে ধন্যবাদ জানান ও এলজিইডির প্রকৌশলীদের কাজের উৎকর্ষের প্রশংসা করেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুক বলেন, টেকসই গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সরকার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

মাননীয় মন্ত্রী এলজিইডির আইসিটি ইউনিট পরিদর্শন করেন। এর আগে তিনি এলজিইডি প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

গত ২৬ মার্চ ২০১৯ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ। এ সময় এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টা : মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** মোঃ খলিলুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd